একটি অন্ধ কুকুরের গল্প

অতি সাধারণ। চোখে পড়ার মত কিছুই না। যাকে বলে পাতি নেড়িকুত্তা। গায়ের রং মোটামুটি ধূসর। খুব অল্প বয়সে কোন এক অজানা কারণে তার লেজ কাটা যায়। কে কাটে তা অবশ্য জানা যায়নি। বাজারের কুকুর, বাজারের যা কিছু খাদ্য অখাদ্য খেয়েই তার বড় হওয়া। চোখের কাছটায় সাদা কালো ছিট। গুণের মধ্যে খুব একরোখা। যেখানেই কুকুর কেত্তন, শুনতে পেলেই হল, ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। মোটামুটি বছর দুই বয়সেই গোটা শরীরে অন্তত শ'খানেক ক্ষতচিহ্ন। অসহনীয় গরমে সে চলে যেত কালভার্টের নীচে। বাজারের পূর্বদিকে। প্রত্যেক সন্ধ্যেয় গোটা বাজারটা তার পেট্রোলের জায়গা। বাজারের সমস্ত গলি, ঘুঁজি, গর্ত এবং কুকুর কেত্তনের মঞ্চ ছিল তার টহলের প্রধান প্রধান জায়গা। প্রত্যেকটি যুদ্ধে সে আশ্চর্য সাবলীলতায় ঢুকে পড়ে। এভাবে সারাদিন গেলে, ফিরে আসত পূর্বদিকের কালভার্টের নীচে, তার রাজশয্যায়।

এভাবেই যখন বছর তিন পার হল, আমাদের ভুলুর জীবনেও এল এক আশ্চর্য বদল। তার জীবনে এল এক অন্ধ ভিখারি। ভিখারির নাম দেওয়া যাক সরকার। তা সরকারের দু চোখই অন্ধ। সরকার রোজ সকালে বাজারে মূল ফটকের কাছে এসে বসে। এক বৃদ্ধা তাকে বসিয়ে দিয়ে যায়। আবার দুপুরে দুটো ভাত ডাল দিত। সকাল থেকে দু-আনি, চার - আনি যা জমে সেগুলো নিত। আবার সন্ধ্যে হলে তাকে নিয়ে যেত। এভাবেই চলছিল।

ভৌগোলিক ভাবে কালভার্টের অবস্থান ছিল মূল ফাটকের কাছেই। শেষ দুপুরে যখন সরকার খেতে বসত ভুলুর ঘুম চটে যেত। দু নাকে সে ভাতের গন্ধ নিত আর অতি দ্রুত তার সবকটি ইন্দ্রিয় টানটান হয়ে উঠত। একদিন বুড়ি চলে যেতেই, ভুলু গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। দূরত্ব রেখে দাঁড়ায়। লেজ নাড়তেই থাকে। আর মাঝে মাঝেই কোন অনির্দেশ্যের ইঙ্গিতে ক্রমশ ফাঁকা হয়ে আসা সানকির দিকে চোখ ফেরায়। সরকার তার তীব্র অনুভূতিতে কার যেন উপস্থিতি টের পায়। চেঁচায় কে, কে ওখানে। ভাল শালা, ভাগ। শালা নেড়ি। এরকমই ঘটতে থাকে। কিছদিন এরকম চলার পরে, একদিন যখন সরকারের খাওয়া শেষ হয়েছে, অন্যদিনের মতই যখন কোথাও কিছু পড়ে নেই, যেই না শুনল ভাগ শালা, ভুলু সোজা গিয়ে সরকারের হাত চেটে দিল। সরকারের কি হল কে জানে, সে হঠাৎই তার পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়, কানে টোকা মেরে আদর করে আর তারপরেই কি বলে ওঠে ''ও মা, কি সুন্দর রে তুই। যাবি আমার সঙ্গে।'' তখনো একটু কিছু পড়ে ছিল, ভুলুর পরম তৃপ্তির সঙ্গে দেবাতর প্রসাদ যেন, চেটে চেটে থালা পরিস্কার করে। এই সেই মহামুহূর্ত যখন দুটো প্রাণীর মধ্যে, সেই অনাদিকাল থেকে, স্বার্থ গন্ধহীন বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তারপর থেকে প্রত্যেকদিন, ঠিক ওইখানে, ঠিক ওই সময়ে, ওদের দেখা হবে। ভুলু তার সমস্ত দরকারী এবং অদরকারী ভ্রমণ ছেড়ে দিল। সে এখন সারাদিন সরকারের পাশে। লক্ষ্য রাখে কত জমছে; যে পয়সাগুলো একটু দূরে চলে যাচ্ছে সেগুলোকে তুরন্ত টেনে আনছে। অতি অল্প সময়েই সে বুঝে ফেলে সকালে যারা বাজার করতে আসে, তারা ফেরবার সময় কিছু না কিছু ফেলে যাবে। আর যে না দিয়ে চলে যাচ্ছে, ভুলুর কাজ হল ছুটে গিয়ে প্যান্ট ধরে তাকে টেনে নিয়ে আসা আর সে পয়সা ফেলার পর তার পা ছাড়া।

এরি মধ্যে, বাজার বলে কথা, এদিন একটি ঘটনা ঘটল, এক চ্যাংড়া, গাঁটে গাঁটে শয়তান, সরকারের পিছনে লাগল। একদিন সে সরকারকে খোঁচাল আর বাটি থেকে পয়সা নিল মুঠো করে। সরকার চীৎকার করল, কাঁদল আর শুন্য সানকি মাটিতে আছড়াল। প্রতি বৃহস্পতিবার এই যুবশক্তিটি বাজারে আসত আর তোলা তুলত। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার সরকারের দুঃসহ যন্ত্রণার দিন, রিক্ত হওয়ার দিন, সব খোয়ানোর সব হারানোর দিন। এ এক ব্যাখ্যাতীত সংকট। সংকটমুক্ত হওয়ার কোন রসাত আপাতত তার জানা নেই।

এক বৃহস্পতিবারে যখন যুবশক্তিটিকে বাজারের দিক থেকে দেখা গেল, তখন আশপাশের দোকানীরা চেঁচিয়ে সরকারকে সাবধান করে। জানিয়ে দিল সে আসছে।

সরকার নিজেই বলে উঠল ওঃ আজ বৃহস্পতিবার। সঙ্গে সঙ্গেই সে 'ভুলু ভুলু' করে ডাক দেয়। ভুলু আসতেই সরকার মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত গড় গড় শব্দ করে, ভুলুর মাথায় হাত বোলাতে থাকে, আর বলতে থাকে, যেন ভুলু তার বাংলা বুঝছে, ''শালাকে আজ ছাড়বি না ভুলু। ও আমাদের ভাত মেরে দিচ্ছে।'' সরকারের কথা শেষ হতে না হতে তোলাদা এসে হাজির।

''কি হে বুড়ো, আর কতদিন অন্ধ সেজে থাকবে। যদি তুমি অন্ধই হয়ে থাক, তাহলে তুমি কি করে জানবে...'' বলতে বলতে, কথা শেষ না করেই, হাত বাড়ায় জমা পয়সার দিকে। আর যেই না বাড়ালো, ভুলুও এ ঝাঁপে চোয়াল বসিয়ে দিল শালার কব্জিতে। সে তো কোনোরকমে তার হাত ছাড়িয়ে ছুটল উল্টোদিকে। ভুলুও ছোটে পিছন পিছন। থামল, যখন তোলাদা ছুটতে ছুটতে রেললাইন পার হয়েছে।

দোকানদাররা এবার কথা শুরু করে। তারাও ভয় পেত তোলাদাকে। সেন্টওলা বলল ভুলু বুড়োটাকে বেশ ভালবাসে, দেখিলি। পাশের মুদিওলা বলে ওরা খুব বিশ্বস্ত হয়। দুটো খেতে দাও, দেখবে সারাজীবন তোমায় ভোট দিয়ে যাবে।

এক সন্ধ্যেয় বুড়ি এল না। সরকার ফটকের ধারে দাঁড়িয়ে আছে ঠায়। বাজারও ঠান্ডা হয়ে আসছে। ঝাঁপ পড়ছে, আলো নিভছে। তখন একজন বলল, 'সরকার, বুড়ি আর আসবে না। সে আজ বিকেলে মরেছে।'

সরকার এতদিনে সব খোয়াল। তার ঘর গেল, যে মানুষটি এতদিন তার ভালমন্দের শরিক ছিল, সে গেল। সে তবে এখন কি করবে, কেথায় যাবে, কি খাবে, বাঁচলে কিভাবে বাঁচবে।

মণিহারি দোকানী সরকারকে বলল 'এই নাও, ধর এই ফিতেটা। আসতে আস্তে বাড়ী যাও। ভুলু তোমাকে ঠিক নিয়ে যাবে। ফিতেটা হাত থেকে ছাড়বে না। ফিতেটার জন্য আর পয়সা নেব না বুঝলে হে।

ভুলুর জীবনপথে এ একটা বড় বাঁক। জীবন তার একদম যাকে বলে অন্য খাতে বইতে লাগল। রাতারাতি সে চলে এল বুড়ীর রোলে। এতদিনের পাগলপারা স্বাধীনতাও আর থাকল না। তার স্বাধীনতার গলায় এখন লাল ফিতের দাগ। ফিতের স্বাধীনতা তার স্বাধীনতা। নিয়ন্ত্রণ সরকারের আঙুলে। ভুলু একটু একটু করে গেল তার আগের মুক্ত দিনগুলো। সে ভুলল তার দৌড়ঝাঁপ, তার অকারণ লাফালাফি, লোকাল কিচাইন, কামড়াকামড়ি আর যা কিছু সব, সব সে ভুলে গেল। যখনি তার দেখা হয় পুরোনো বন্ধুদের সাথে, সে খাড়া হতে যায়, কিন্তু টান পড়ে গলায়, আর সাথে সাধে পিছনে পড়ে সরকারের লাথি। শুয়োরের বাচ্চা, তোর জন্য এত করি, খেতে দি, থাকতে দি, আর তুই কিনা আমাকে টেনে মাটিতে ফেলবার তাল করছিস। শালা—এসব গালাগাল তাকে প্রায়ই শুনতে হয়। যদিও সে ধীরে ধীরে শিখে নিল তার কর্তব্য, তার বাধ্যতা, তার দাসত্ব। এখন থেকে অন্ধ সরকারের সে তার চোখের মত সামলাবে। সহ কুকুরদের দিকে সে তাকাতে ভুলে গেল। এমনকি তার পাশে এসে গরগর করলেও সে সাড়া দিত না। তার পুরনো যোগাযোগ সব গেল। গেল তার আগের পৃথিবী, তার পাড়া, তার জীবন

ভুলু যতটা হারাল, সরকারের ততটা লাভ হল। তার হাঁটা চলার একটা বদল এল। সে আগে কোনদিন এমন অহংকারী হাঁটে নি। তার কথাবার্তার ধরন ইতিমধ্যেই বেশ পাল্টে গেছে। হাতে চেন বাঁধা কুকুর নিয়ে সে এখন বাজারের মাঝখান দিয়ে হাঁটে। পার্কের ভেতর দিয়েও হাঁটে আজকাল। সে এখন বুড়ীর ভাঙা কুঁড়ে ছেড়ে দিয়েছে। চলে এসেছে এক বিশাল গাড়ী বাড়ান্দার তলায়। বাজার এখন তার খুব কাছে। প্রায় হাত বাড়ালেই। বলা যেতে পারে সে এখন বাজারের লোক, বাজারের সরকার। সে এখন আর শুধুমাত্র তার পুরোনো জায়গাতে বসে তা না, এখন ঘুরে ঘুরে, বড় বড় দোকান, আন্দাজে হাত পাতে, ভিক্ষে চায়। এখন তার পরিধি অনেক বড় হয়েছে— স্কুল, হাসপাতাল, হোটেল সবই হয়ে উঠল তার শিকার ধরার সম্ভাব্য স্থান। যখন থামবার দরকার মনে হয় তখন দড়িটা ধরে একটু টান দেয় আর যখন চলতে শুরু করে তখন একটা বক্তৃতায় ঢংয়ে আওয়াজ ছাড়ে। ভুলু খুব সাবধানে হাঁটে, খেয়াল রাখে সরকারের পা যেন কোন গর্তে না পড়ে কিংবা কেউ তার পা মাড়িয়ে দেয়। সরকার এখন সবচেয়ে নিরাপদ সমান রাস্তা দিয়ে যাওয়া আসা করে আর ভুলু যেন তার পাইলট কার।

মজা হল, ভুলুর এই সতর্কতা দেখে লোকে মজা পায় আর ভিক্ষে দেয় বেশি বেশি। স্কুলের সামনে গেলে ওরা ভুলুকে খাবার ছোঁড়ে। চারপেয়েদের একটা ব্যাপার হল তারা হু হু ঘুরে বেড়াবে, যা পাবে খেয়ে নেবে আর তারপর পছন্দমতো একটু শুয়ে জিরিয়ে নেবে। কিন্তু ভুলুর সে সব চুলোয় গেছে। তার এখন অবিরাম পাহারদারী। রাতেও ভুলু সরকারের আঙুলে বাঁধা থাকে। সরকার কোন চান্স নিতে রাজী নয়। ভুলু যেন সমসময় তার পায়ের তলায় থাকে। সরকার এখন সারাক্ষণ পয়সা ধান্ধায়। কখনও কখনও ভুলু আর পারে না। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে যায়। গতি কমলেই পেটে পড়ে লাথি। সেই কুঁই করে একটা আর্তনাদ ছাড়ে; আবার গতি বাড়ায়। আবার গলা। আবার মুখখিস্তি। আবার সেই একই কথা। কে তাকে খেতে দেয়রে শালা। তার জন্যই ভুলুর আজ এত বাড়বাড়ন্ত। অত্যাচারী সরকারের হাত থেকে, ফিতে থেকে, ভুলু এখন মুক্তি খোঁজে, সে পালাতে চায়; ফিতে ছিঁড়তে চায়। রাস্তায় গাড়ী ঘোড়া আওয়াজ কমে গেলে, রাতে ভুলুর চাপা কান্না কানে আসে কারুর কারুর। ভুলু এখন খুব রোগা হয়ে গেছে, খসটেও। যত দিন গেল, মাস গেল ভুলুর হাড়গোড়গুলো সব স্পষ্ট হয়ে উঠল। কাঁধের কুঁজটা উঁচু হয়ে গেছে। পাঁজরাগুলো দিনে দিনে বেরিয়ে এল।

সেদিন খুব একটা বিক্রিবাটা নেই। দোকানীরা সামনে দাঁড়িয়ে মশগুল। ব্যাপার - স্যাপার কিছুদিন ধরেই তারা দেখছিল। মনিহারীওলা বলল, 'দেখ, ভুলুর কি অবস্থা করেছে দেখ। আমাদের জন্যই ভুলুর আজ এই চেহারা। আমাদের এ বার কিছু একটা করা দরকার। তোমরা শুনেছ, হারামিটা এখন সুদে টাকা খাটাচ্ছে। ফলওলা সেদিন দুপুরে আমজাদের হোটেলে খেতে বলছিল। সরকার তো কামিয়ে লাল হয়ে গেল হে। ব্যাটা এখন টাকার কুমীর। মুদি বলে উঠল, 'কুমীর টুমীর না হে, ও হারামী সাক্ষাত শয়তান।' এ সবের মধ্যেই

ফিতেওলার নজরে এল ভুলু আর সঙ্গে সঙ্গে সে তার তোগান থেকে কাঁচিটা নিয়ে রাস্তায় নেমে আসে। পূব গেটের দিকে ওরা যাচ্ছিল। ভুলুর পাশেই একটা মাংসের হাড়। সে দিকে একটু এগোতেই সরকারের ফিতেয় টান পড়ে। যেই না টান পড়া, সঙ্গে সঙ্গে কষিয়ে এক লাথি আর খিস্তি। এহেন সময়ে ফিতেওলা কুচ করে ফিতেটা কেটে দিল। ভুলু বাঘের মত ঝাঁপ দিল হাড়ের ওপর আর সেটা মুখে নিয়ে চলে যায় যতটা সম্ভব নিরাপদ দুরুত্বে। সরকার চলচ্ছক্তিহীন। হাতে ঝুলছে আথখানা ফিতে। মুদি সুর করে বলে ওঠে একেই বলে জনগণের মার, ক্যাওড়াতলা পার। সরকার নিরুপায় চেঁচাতে থাকল 'ভুলু ভুলু'? সেনটওলা চেঁচাল, ''শালা শয়তান। তুমি আর ভুলুকে পাবে না। আমাদের এতদিনের ভুলু আমরা এবার ঠিক করে নিয়েছি। ভুলু এখন ছাড়া পেয়েছে।''

ভুলু ওদিকে ছুটেছে। পুরোনো খাবারের জায়গাগুলো শুঁকছে। খাবার তুলছে, খাচ্ছে আবার অন্য জঞ্জালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ভুলু লাফাচ্ছে, কতদিন পরে তার চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। সে আবার মাংসের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন এগোচ্ছে চায়ের দোকান পেরিয়ে রুটির দোকানের দিকে।

সরকার এখন দিশেহারা। না পারছে এগোতে, না পিছোতে। সে এখন হাতড়াচ্ছে। রাস্তা পাচ্ছে না। তার সমস্ত রাস্তা বন্ধ। সে এখন সব রাস্তা হারিয়েছে। সরকার যেন এখন বাতাসে ঝোলা এক শরীর, এক কুশপুতুল। তারপরে সে বিলাপে মন দেয়— ও কোথায় আমার প্রাণের ভুলুরে। ওরে ভুলুরে, তোকে আমি কত ভালবাসি। কেউ কি তোকে এনে দেবে না। তোমরা কেন এত নিষ্ঠুর। কেন সবাই আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছ। ও আচ্ছা ঠিক আছে। শালা একবার ধরতে পারি, আমি ওকে খুন করে ফেলব। বলতে বলতে সরকার রাস্তা পেরোচ্ছে। প্রায় চাপা পড়ে আর কি। বাজারের লোকেরা বলতে লাগল, 'মরুক শালা, চাপা পড়েই মরুক। যেমন বদমাইস, চশমখোর...।' যাইহোক, শেষপর্যন্ত এক দয়ালু পথচারী তাকে রাস্তা পার করে দেয়। বসিয়ে দেয় সেই কালভার্টের নীচের কোণটাতে যেখানে সে অনেকদিন বসেছে। কিন্তু বসে থাকতে পারল না বেশিক্ষণ। পাশে রাখা বালির বস্তার ওপর নেতিয়ে পড়ল।

দিন দশেক সরকারকে কোথাও দেখা গেল না। দোকানীরা বলাবলি করল—দেখ ভুলু নিশ্চয় অন্য কোথাও ঠেক গড়েছে। হয়ত ভাল খেতেটেতে পাচ্ছে। সরকার মনে হয় টেঁসে গেছে, বুঝলি। মোটামুটি গুলতানি যখন প্রায় শেষ তখন দূরে আবছা দেখা গেল সরকার আর তার হাতে বাঁধা ভুলু। ফিতেওলা আর নিজেকে সামলাতে পারল না। দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, কি হে তুমি কি করে আবার ওকে বাঁধলে। কোথায় ছিলে এতদিন।

'জান কি হয়েছিল'—সরকার আওয়াজ দেয়। ''ভুলু চলে যেতে আমার জীবনও যেতে বসেছিল। খাবার নেই, ভিক্ষে নেই। শোবার জায়গা নেই। সে কী ভীষণ অবস্থা আমার। আর একদিনও যদি আমাকে ঐভাবে থাকতে হত, হয়ত মরেই যেতাম। অদেষ্ট ভাল, ভুলু ঠিক সে সময়েই ফিরল।''

'কখন? কখন?'

''কাল রাত্তিরে। তখন প্রায় মাঝরাত। আমি রাস্তার ধারে শুয়ে। দেখি কে আমার পা চাটছে। আমার তো চোখ খুলে মনে হল শালাকে খুনই করে ফেলি। মারলাম কুত্তার বাচ্চাকে এক লাথ। হারামিটা যা জীবনে ভুলবে না। তা লাথ খেয়েও বেশিদূর গেল না। কুঁই কুঁই করছিল। মনে দয়া হল। ভাবলাম কাছেই রাখি। আওয়াজ শুনে পৌঁয়লাম। যতই হোক একটা কুকুরই তো। আসলে খিদেই ওকে ফিরিয়ে এনেছে। আমাকে ও ঘুঁজে বের করেছে। কত আর কুড়িয়ে বাড়িয়ে খাবে বল। আমাকে ছেড়ে ওর আর কখনো যাবে না, দেখ। এই দেখ, আর ফিতে নয়, এবার থেকে লোহার চেন, কিরকম ফেত্তা দিয়ে বেঁধেছি দেখেছ।

মুদি, সেনটওলা, ওরা সবাই দেখে, দেখতে থাকে ভুলুর প্রায় মৃত চোখ দুটো মাটির দিকে নামানো। ফিতেওলা কোতকায় 'পালা, ভুলু, পালা' তোর মতন গাড়ল আর দেখি নি রে।

সরকার চেনে একটা ঝাঁকুনি দেয়, বলে 'এই কুত্তার বাচ্চা, চল চল, দাঁড়িয়ে পড়লি কেন?

ভুলু ধীর পায়ে এগোতে থাকল। এগোতে নয়, সে হাঁটতে থাকল। সেটা কোনদিন সে জানে না, সে জানে না সানে না পিছনে। সে শুধু হাঁটে, সারাদিন হাঁটে একটু উচ্ছিষ্টের জন্য।

ওরা চলে যেতে ফিতেওলা শ্বাস ফেলে বলে, ''মরার আগে ওর মুক্তি নেই। আমরা আর কি করতে পারি বল''। ভুলু যেন তার কবরে জ্যান্ত হৃদপিণ্ড নিয়ে বেঁচে থাকল।

মূল নাম ঃ The Blind Dog